১৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 AUG 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

উত্তরাঞ্চলের ৯ লাখ শিশু ভর্তি হওয়ার পর স্কুলে যাচ্ছে না

।। মোঃ হাসিবুর রহমান বিলু ।।

বগুড়া, ২৯শে আগষ্ট।– ফতোয়াবাজি, 'সাধারণ শিক্ষা' সম্পর্কে ফতোয়াবাজদের জলসায় ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে উল্টো ব্যাখ্যা, দরিদ্রতা ও নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে শিক্ষার সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ফতোয়াবাজির কারণে বিঘ্নিত হবার ফলে উত্তরাঞ্চলে প্রায় ৯ লাখ বালক–বালিকা ভর্তি হবার পরেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না।

সরকারি হিসেবে জানা গেছে, এ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য যেতে পারে এমন ৪৩ লাখ ৬৮ হাজার ১শ' ৩২ জন বালক–বালিকার মধ্যে উত্তরাঞ্চলের ১শ' ২৩টি থানার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় ৩৪ লাখ ৪৬ হাজার ৬শ' ৯ জন বালক–বালিকা। উল্লেখিত কারণগুলোর পাশাপাশি দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যতম ব্যাপার হয়ে দাঁড়ানোর ফলে এ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরেও ৮ লাখ ৯৬ হাজার ১শ' ১৮ জন বালক–বালিকা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না।

সরকারি সর্বশেষ পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, বিভাগীয় জেলা রাজশাহীর বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ বছর ভর্তি হওয়া ২ লাখ ৭৪ হাজার ৫৫ জন বালক–বালিকার মধ্যে উল্লেখিত কারণগুলোর জন্য নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না ৬৫ হাজার ৭শ' ৭৩ জন। নাটোরের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ১ লাখ ৭৫ হাজার ৯শ' ৮৫ জন বালক–বালিকার মধ্যে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না ৪৭ হাজার ৩শ' ৩৯ জন। নওগাঁর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এ বছর ভর্তি হওয়া ২ লাখ ৫৯ হাজার ৩শ' ৯২ জন বালক–বালিকার মধ্যে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না ৬৬ হাজার ৬শ' ৬৩ জন। সীমান্তবর্তী জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিভিন্ন

উত্তরাঞ্চল ঃ পৃঃ ১০ কঃ১

উত্তরাঞ্চল ঃ শিশু স্কুলে যাচ্ছে না

। ১ম পৃষ্ঠার পর ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ বছর ভর্তি হওয়া ১ লাখ ৫৮ হাজার ১শ' ৫৯ জন বালক–বালিকার মধ্যে ইচ্ছা করে বা ঐসব কারণে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না ৩৬ হাজার ৬শ' ৯২ জন। উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র বগুড়ার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ বছর যে ৩ লাখ ৩০ হাজার ২শ' ৩৭ জন বালক–বালিকা ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে বিদ্যালয়ে নিয়মিত যাচ্ছে না ৯৫ হাজার ৪শ' ৩৮ জন। জয়পুরহাটের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ৯১ হাজার ১শ' ৫০ জন বালক–বালিকার মধ্যে ঐসব কারণে বছরের শুরু থেকেই নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না এমন বালক–বালিকা আছে ৭২ হাজার ৭শ' ৩৭ জন। পাবনার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ বছরের প্রথমে যে ২ লাখ ৯৪ হাজার ৭শ' ২৪ জন বালক–বালিকা ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে ৭৯ হাজার ২শ' ২ জন বালক–বালিকা ঐসব কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। অভাবী জেলা সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরের শুরুতে শিক্ষার জন্য ভর্তি হওয়া ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৬শ' ৪ জন বালক–বালিকার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৭৯ হাজার ২শ' ২ জন বালক–বালিকা বিদ্যালয়ে আসা ছেড়ে দিয়েছে। রংপুরে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ২ লাখ ৮৪ হাজার ৯শ' ৮১ জন বালক–বালিকার মধ্যে এখন ৭৬ হাজার ৩শ' ৭৪ জন বালক–বালিকা আর নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে না। যমুনা নদীর ভাঙনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অতি অভাবী জেলা গাইবান্ধার প্রাথমিক বিদ্যালয়–গুলোতে ভর্তি হওয়া ২ লাখ ৬৫ হাজার ৪৮ জন বালক–বালিকার মধ্যে সর্বশেষ পাওয়া পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এ জেলায় বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসছে না ৭২ হাজার ৩শ' ৫৮ জন। নিলফামারীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এ বছর ভর্তি হওয়া ১ লাখ ৬২ হাজার ৪শ' ৯৪ জন বালক–বালিকার মধ্যে এখন আর বিদ্যালয়ে আসে না ৪৬ হাজার ৩শ' ১০ জন। সাম্প্রতিক–কালে লালমনিরহাটের প্রাথমিক বিদ্যালয়–গুলোতে বালক–বালিকাদের আসার উৎসাহ লক্ষ্য করা গেলেও এ বছরের শুরুতে জেলায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ১ লাখ ১ হাজার ১৬ জন বালক–বালিকার মধ্যে বিদ্যালয়ে আসা ছেড়ে দিয়েছে এমন বালক–বালিকার সংখ্যা ৩১ হাজার ৫শ' ৭৪ জন।

কুড়িগ্রামে এ বছরের শুরুতে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ২ লাখ ১ হাজার ৫শ' ৫৩ জন বালক–বালিকার মধ্যে এখন আর নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে না ৬৩ হাজার ৪শ' ৮৯ জন। দিনাজপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ বছর ভর্তি হওয়া ২ লাখ ৭৪ হাজার ৮শ' ৩২ জন বালক–বালিকার মধ্যে ৪০ হাজার ২শ' ৫৯ জন বালক–বালিকা লেখাপড়ার জন্য আর নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে না। ঠাকুরগাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বছরের শুরুতে যে ১ লাখ ৩২ হাজার ৬শ' ১৫ জন বালক–বালিকা ভর্তি হয়েছিল তার মধ্যে এখন আর বিদ্যালয়ে আসছে না ৩২ হাজার ৬শ' ২৩ জন। দেশের সর্ব উত্তরের অভাবী জেলা পঞ্চগড়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এ বছরের শুরুতে ভর্তি হওয়া ৯৫ হাজার ৭শ' ৬৪ জন বালক–বালিকার মধ্যে এখন আর বিদ্যালয়ে ঠিকভাবে আসছে না ৩১ হাজার ৫শ' ৭৪ জন।

উত্তরাঞ্চলে 'প্রাথমিক শিক্ষা' নিয়ে কাজ করছেন এমন একজন সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, প্রতিবছরই বিপুল সংখ্যক বালক–বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরও লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, কারণ বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বিদ্যালয়ে বালক–বালিকাদের ধরে রাখতে পারছে না, তাছাড়া দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ফতোয়াবাজি, দরি–দ্রতাসহ অন্য সমস্যাতো আছেই। তিনি বলেন, সরকারিভাবে বালক–বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং উপস্থিতির যে সংখ্যা আর হার দেখানো হয় তার অধিকাংশই সাজানো, কারণ সরকার এবং অন্যান্য সংস্থাকে খুশি করা।